আসন

এ আসন মিলনের, বলেছিলে নয় বর্জনের
এ আসন গ্রহণের, বলেছিলে নয় গমনের
পুরুষ উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে? তাহলে থাকুক।
কাঠ ও কামনা বাঁকে? না-হয় বাঁকুক।

কাল কি পরশু ঠিক এখানেই আসবে রমণী
সাঁতরাবে চিৎ হয়ে, খুলে দেবে আপন অবনী;
শ্মশানবন্ধুরা এসো, তার জন্য কাঠ-খড়, তার জন্য প্রমত্ত প্রস্তুতি
এ বিরহ অহরহ, অহরহ এই প্রেমাহুতি।

কাহিনিটি সাদা বেড়ালের

শৈশবে; কিংবা তার জন্মেরও অনেক আগের কথা।
না পার্থিব না স্বর্গীয় এক আকাশ-বিছানা;
দিগন্তজোড়া চাঁদের থালায় উপচে পড়ছে দুধজোছনা;
সেই থালায় মুখ লাগিয়ে চুক চুক করছিলো বেড়ালটি।

আমি বাঁশবাগানের মাথার উপর তাকে দেখে ফেললাম একমুহূর্ত।
তখন কাজলাদিদির চোখ থেকে এক লাফে সে গড়িয়ে পড়লো
পুকুরপাড়ে, সুপুরিবাগানের ছায়ায়;
উকি দিলো জলশুশুকের মতো; কী যেন কী ধরলো;
তারপর থোকা থোকা জোনাকপোকা হয়ে ডুব দিলো
তালপুকুরে।
ঠিক সেই মুহূর্তে আরেকটি শাদা পঙক্তি ডিগবাজি খেলো
কাছে দূরে...

কত আলোকবর্ষ কেটে গেলো হয়তো-বা তারপর; অথবা মুহূর্ত মাত্র।
১৯৮৫-৮৬র এক রোদজ্বলা দুপুর;
ধাতবপাখি আমাকে পৌঁছে দিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপদেশ;
জেএফকে থেকে তক্ষুনি হাওয়াই পৌছে গেলো সেই শাদা বেড়াল;
আমার সামনে নোঙর করলো কলম্বাসের কাঠের নৌকা...

হালে মানোয়ার দোতালায়
বিছানায় গড়াতে গড়াতে আমি শুনলাম ঝরনার
কলতান; দেখলাম গিলগাশের জন্মস্থান;
মৃত্যুপুরী পার হওয়ার আগে মিশরীয় কবির সামনেও কি
এসে দাঁড়িয়েছিলো এই স্তন্যপায়ী জীব?

দ্বীপরাজা কামেহামেহা বললেন, অলোহা।

আমার সামনে দশহাজার বছরের জীবন্মৃত ডায়মন্ড হেড।
আমি সেই নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির শীর্ষে দাঁড়িয়ে
ঘাড় ফেরালাম প্রশান্ত মহাসাগরের টালমাটাল ফেনার দিকে;
হুলা নৃত্যে মেতে উঠেছে পাতা ও বাকলে ঢাকা হাওয়াইয়ান সুন্দরী;
তারা তরঙ্গ পেরিয়ে উড়ে যাচ্ছে দূর-নিকটের অগস্ত্যপুরীতে।

আমি চোখ ফেরালাম আমার জন্মভূমি দরিয়ানগরের দিকে।
তার অরণ্যে কত মেহগিনি কত শাল তমাল
তার বন্দরে কত জাহাজ, নদীতে কত পাল;
আর তার কবিচূড়ায় জোড়া জোড়া সেই শাদা বেড়াল .....

আব্বার ছাতা আমার বগলে

পিঁপড়ে,
শুধু লাল পিঁপড়ে এসে খেয়ে গেছে তাকে।
কুমড়ো পাতার ফাঁকে
ঝাঁকে
ঝাঁকে

কখন হানবে তীর হলুদ রোদ্দুর?
আব্বা, আমাকে যে যেতে হবে আজ বহুদূর।

সোনালি রোদের দীঘি পার হয়ে যাবো
আমলকি-আম্র-সারি পার হয়ে যাবো
তোমার সাজানো গৃহ, গৃহধর্ম পার হয়ে যাবো...
যেতে যেতে আমিও কি এ জন্ম পেরোবো?

আরেক জন্মের ক্ষণে আতীব্র বর্ষণে
জলের জঙ্গমে, হায়, জলের ঘর্ষণে
বুঝি ক্ষয়ে যাই
মিশে যাই উড়ে যাই বায়ুতে, নিঃস্বণে ।

আব্বা, তোমাকে তো কোথাও দেখি না
তোমার মিনার-মূর্তি ত্রিভুবনে কোথাও দেখি না;
হাটুরে লোকের ভীড়ে সেই যে গিয়েছো মিশে
বিকিকিনি তীরে-
এখন নেমেছে বৃষ্টি জন্মাজন্ম ঘিরে।

সবলে আগলে আছি এখনো বগলে

তোমার সে ছাতাটাকে;
খুলে দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে
পিঁপড়ে
শুধু লাল পিঁপড়ে এসে খেয়ে গেছে তাকে।

অন্ধকারে খুব নিচে নেমেছে আকাশ
এ-ও এক আকাশ, আব্বা, অন্ধকারে
ছিদ্রোজ্জ্বল অনন্ত আকাশ!

ট্রেন যায় প্লেন যায় বায়ু চিরে চিরে
আব্বা, আজন্ম আমিও যাই তোমার গভীরে ।।

আমার সাহস নেই টোকা মেরে সুন্দরকে উড়িয়ে দেবার

রাইসরিষার মাঠ, ঘাসফড়িং, নদীতীর আর বাতাবিলেবুর প্রহরা এড়িয়ে
এই সাতসকালে, এই অগত্যা নগরে, কেন এলে কেন এলে কেন এলে

এলে যদি, কেন ঘাপটি মেরে বসে পড়লে রংবেরঙের পাখা ছড়িয়ে
আমার দাড়িকাটার আয়নায়, কেন বসে পড়লে কেন বসে পড়লে কেন

আমি এমন কোনো ব্রতচারী নই যে হাওয়ায় ধূলিঝড়ে শুদ্ধ করবো আমার মনডানা
আমার হাতের ক্ষুদে কাঁচিখানা আমাকে তাক করে একবার খুলছে একবার বন্ধ হচ্ছে
অথচ তোমাকে তাড়াবার কোনো কৌশল আমার আয়ত্তে নেই,
আমার সাহস নেই টোকা মেরে সুন্দরকে উড়িয়ে দেবার

আমাকে অসহায় রেখে দুধারী কাঁচির মতো তুমি একবার খুলে
আবার বন্ধ করলে তোমার অনশ্বর ডানা
তুমি না পাখি না পুষ্প, কংক্রিটের ঘেরাটোপে চুপচাপ বসে আছো স্বেচ্ছাবন্দি
না ফেরেশতা না মানুষ, তোমাকে পাহারা দিচ্ছি আমি রাতকানা দিনকানা

১৫.১২.২০০৮

চন্দ্রচিকিৎসা

গাভীর ওলান থেকে ঝরে পড়া দুধে ধোয়া একফালি হলুদাভ চাঁদ
এখন হয়েছে শাদা, যেন মুহূর্তে উঠেছে সেরে পান্ডুরোগ থেকে;
প্রকৃত আরোগ্যপ্রাপ্ত এই চাঁদ জোছনায় আকাশ ডোবায়,
তারার মৌচাকে আর ছায়াপথে অমরার মনোমন্ত্র গায়,
উড়ন্ত জোনাকিপুঞ্জ জোছনায় ছায়া হয়ে নক্ষত্রের বুকে বিঁধে যায়;

মানুষ নক্ষত্র হয়ে জ্বলে-নেভে, মানুষ নক্ষত্র হয়ে মানুষে হারায়
জোছনায় ঝাউশাখা ধবল চিরুণী হয়ে পূর্ণিমাকে বুক আঁচড়ায়;
পূর্ণিমা কুমারী সতী, পেতেছে ঘাসের বুকে অমৃতের ফাঁদ
মানুষ পূর্ণিমা সুখী, মানুষ আরোগ্য চেয়ে খেয়ে ফেলে শাদাগোল চাঁদ।